ডালিয়ার শেষ কথা!

হিফজুর রহমান

[মালাকরহীন কাননে নীলঞ্জনা ডালিয়া - ১৪]

[আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

'অবাক হচ্ছো কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করে দেবাশীষ। ওর কণ্ঠের অসহিষ্ণুতা কারোই কান এড়ায়না। দেবাশীষ বলে, 'এই প্রথমতো তোমাদের বাসায় আসিনি! তাছাড়া আজকে একটা বিষয়ের সমাধান দরকার বলে আমি মনে করছি। সেজন্যেই তোমাদের সবার সামনেই কিছু কথা বলতে চাই। তাই এখানেই এসেছি। কারণ, ঢাকা-আশুলিয়াতো তোমাকে নিয়ে কম করলামনা। কিন্তু, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেই আছি। বরং তুমি আমার অজান্তেই এমন কিছু করছো, যাতে আমার সম্মানের হানি হচ্ছে যথেষ্ঠ।'

আজ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে দেবাশীষ। অবশ্য তার জন্যে ওকে খুব একটা দোষও দেয়া যায়না। কারণ, ডালিয়ার দ্বিমুখী আচরণ এবং সেটাকে লুকিয়ে রেখে ওর সাথে একধরণের খেলা খেলে যাওয়াটা ওকে খুবই অসহিষ্ণু করে তুলেছে। ও নিজেও এভাবে আর দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে চায়না। ডালিয়ার সাথে ওর এখনকার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা ক্যাসানোভার মতো। রোজ ঢাকা-আশুলিয়া বেড়াতে যাওয়া, হেলভেশিয়ায় বার্গার খাওয়া আর কেবলই বাস্তব বিবর্জিত হালকা গল্পগুজব করা। আর ডালিয়ার মর্জি হলেই আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলা। অথচ দেবাশীষতো সেটা চায়নি। ও কোন রকম অন্যায় সম্পর্কই ওদের মধ্যে চায়নি।

আরেকটা সমস্যা দেবাশীষের, সেটা হলো ডালিয়ার সাথে ওর সম্পর্ক এখন অ্যাতোই ঘনিষ্ঠ যে সেটা প্রায় বিশেষ একটা কমিটমেন্টের পর্যায়েই চলে গেছে। অন্ততঃ ওর দিক থেকে এই কমিটমেন্টের বাইরে যাওয়াটা কঠিন। কারণ, সবরকম কমিটমেন্টের পরই দেবাশীষ সম্পর্কটাকে বেশি ঘনিষ্ঠ হতে দিয়েছে। তার ধারণা ডালিয়াও এই কমিটমেন্টের সাথে একমত। কারণ, আপাতঃদৃষ্টিতে ডালিয়া যথেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ। দেবাশীষের অবশ্য সে বালাই নেই। তারপরও ওর মনে হয় যে কোন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ওদের সম্পর্কটাকে কিছুতেই "প্রপার" বলা যাবেনা। কিন্তু তথাকথিত ধর্মপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও ডালিয়ার মধ্যে এর কোন বিকার আছে বলে মোটেও মনে করা যাবেনা। দেবাশীষের সাথে সে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে যাচ্ছে, তেমনি তার স্বামী হাফিজের বাসায় গিয়েও কয়েকদিন করে কাটিয়ে আসছে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। এরপরও যদি দেবাশীষ ওকে দ্বিচারিণী বলে সেটা কি খুব অন্যায় হবে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, দেবাশীষও কি তাই করছেনা? অর্পিতার সঙ্গেই ও বসবাস করছে, আবার দিব্যি সময় কাটাচ্ছে ডালিয়ার সঙ্গে। সেটাও কি অন্যায় নয়? এপ্রসঙ্গে দেবাশীষের যুক্তি, অর্পিতার সাথে ওর শারিরীক সম্পর্ক নেই অনেকদিনই। মানসিক সম্পর্কও নেই। এখন কেবল সেটুকুই আছে যেটা একটা সংসার টিকিয়ে রাখার ধোঁকার টাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু দেবাশীষের সামনে কোন "এক্সিট" ছিলনা সেকারণেই ও চালিয়ে যাচ্ছিল একরকম

জীবন, যাকে বলে যাপিত জীবন। ডালিয়ার কোন কোন গুনাবলী ওর প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে দেবাশীষকে। ডালিয়ার উদ্দেশ্য কি ছিল তা এখন আর নিশ্চিত করে বলতে পারেনা দেবাশীষ। তবে ও যে মনে প্রাণে ওর প্রতি নিবেদিত হয়ে পড়েছিল তাতে অন্ততঃ ওর কোন সন্দেহ নেই। তবে ও কোন কিছুই অর্পিতা বা অর্ককে বঞ্চিত করে করবেনা সেটা সর্বপ্রথমে সে ডালিয়াকেই জানিয়ে দিয়েছিল। ওদের সম্পর্কের ভিত্তিই ছিল সেটা। সুতরাং দেবাশীষ ডালিয়াকে কোনপ্রকারে ঠকাচ্ছে সেটা আর যেই বলুক, ডালিয়া অন্ততঃ বলতে পারবেনা। অন্যদিকে হাফিজের সাথে ডালিয়ার কোন সম্পর্ক থাকবেনা এরকমই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, ডালিয়া তার কথা রাখেনি। কথা না রাখুক, সে অন্ততঃ দেবাশীষকে কথাটা জানালে তার সততা সম্পর্কে তার মধ্যে কোনপ্রকার প্রশ্ন উঠতোনা, সেটা সে পছন্দ করুক বা না করুক। দেবাশীষ সব সহ্য করতে পারে, পারেনা কেবল অসততা আর সুবারী সহ্য করতে। আর এটাই এখন ওর জীবনে ঘটতে শুরু করেছে। ডালিয়াকে ও কি ভেবেছিল, আর ও কি বেরোল!

এক লহমার এই চিন্তার জাল ওর ছিঁড়ে গেল ডালিয়ার মায়ের কথায়। উনি ডালিয়ার উদ্দেশে বললেন, 'তুই একটু ফ্রেশ হয়ে আয় তারপর নাহয় কথা হবে।'

ডালিয়া বলে, 'ফ্রেশ হওয়া লাগবেনা।' ওর কণ্ঠে স্পষ্ট ঝাঁজ, 'যা কথাবার্তা হবার এখনই হয়ে যাক।'

'তুই অ্যাতো ঝাঁঝিয়ে কথা বলছিস কেন?' উষ্মা প্রকাশ করেন ডালিয়ার মা।

'ঝাঁঝালাম কোথায়?' ডালিয়ার কণ্ঠে আরো ঝাঁজ। 'শুধু বুঝলাম আমার অবর্তমানে আমার বিচার করছিলে তোমরা।' এবার ও দেবাশীষের দিকে তাকায় অপাঙ্গে। 'তোমাদের যা বলার বলে ফ্যালো।' একটা সোফার সামনে কার্পেটের ওপর হাত ব্যাগটা রেখে বসলো ও।'

প্রথমে কথাটা পাড়লো দেবাশীষই, 'তুমি হাফিজের বাসায় গিয়ে ক'দিন ছিলে? তাছাড়া ইউনার দার্জিলিং যাওয়া বন্ধ করার আগে আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেছিলে?

'হাফিজের বাসা না,' ডালিয়া কাটা কাটা স্বরে জবাব দেয়, 'ওটা আমারও বাসা। আর ইউনার যাওয়া বাতিল করেছি ওর বাবা চায়নি বলে।'

'তাহলে ইউনাকে দার্জিলিং পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগে ওর বাবার মতামত নিলেনা কেন?' দেবাশীষের প্রশ্ন। আবারো বলে ও ,'হাফিজের বাসায় গিয়ে থাকবে বা তথাকথিত তোমার বাসায় থাকবেই যখন তখন আমার সাথে তোমার সম্পর্কটাকে ধরে রাখা কেন? সেটা কি অন্যায় হয়ে যায় না?'

ডালিয়া জবাব দেয় মাটির দিকে চেয়ে, 'ইউনাকে দার্জিলিং পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। তাছাড়া, তুমিওতো তোমার স্ত্রীর সাথেই থাকো, সুতরাং আমি থাকলে দোষ কি?'

মাঝখানে ডালিয়ার বাবা তাহের সাহেব কথা বলে উঠলেন, 'বাবা, তোমাদের এই ঝামেলা আজকেই মিটিয়ে ফ্যালো। কারণ, তোমাদের এই সম্পর্ক আমাদের জন্যে জন্যে যথেষ্ঠ মর্যাদাহানীকর হচ্ছে। আমার মেয়েকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। ও কেবলই স্রোতে গা ভাসাবার মেয়ে। তবে, তুমি যথেষ্ঠ দায়িত্বশীল মানুষ। তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, তুমি অ্যাতোদিন যা কথা দিয়েছো তার প্রতিটি

অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছো। সুতরাং তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নেবো। কারণ আমরা এখন আর অপমানিত হতে চাইনা।'

ফোঁস করে ওঠে ডালিয়া, 'ও আমার বুঝি কোন দায়িত্ববোধ নেই? ও যে ওর পরিবারের সাথে থাকছে, সেটাতে বুঝি কোন দোষ হয়না?'

এবার ডালিয়ার মা বলেন, 'ও তো বলেই নিয়েছিল, ওর পরিবারের সাথে সম্পর্ক ও পুরোপুরি ছিন্ন করবেনা। তোর সাথে থাকবে ঠিকই, কিন্তু, ওদের সাথেও ওর সম্পর্ক ঠিকই থাকবে। এটাতো প্রথমেই ঠিক হয়েছিল। তাছাড়া তুমিওতো মা তাতেই রাজি ছিলে। আজকে আবার এই প্রশ্ন ওঠে কেন? তারপরও ছেলেটা তোমার জন্যে একটা অ্যাপার্টমেন্টওতো বুক করে ফেলেছে। সুতরাং ওকে দোষ দিই কি করে?

এবার ডালিয়া বলে, 'না আমাদের মধ্যে এই কথাও হয়েছিল যে, আমরা বিদেশে গিয়ে থাকবো। আর ওর পরিবার থাকবে বাংলাদেশে। কিন্তু, এখন ও আর বিদেশে যাবার নামই করছেনা।'

এবার দেবাশীষের মনের পাতায় ফুটে ওঠে ডালিয়ার স্বামী হাফিজের একটা কথা, "ও বিদেশে যাবার জন্যে পাগল"। এখন ও বুঝতে পারে আকস্মিক ওর মন বদলের কারণ। এটাই আসল। দেবাশীষের বিদেশী কোম্পানীতে চাকুরী ওকে বিদেশে যাবার একটা নিশ্চিন্ত এনে দিয়েছিল। কিন্তু, দেবাশীষের বিদেশে বসবাসের অনিচ্ছায় ওর আশায় ছাই পড়ে যায়। তারপর থেকেই ওর আগ্রহেও যতি পড়ে। কিন্তু, সেকথা সরাসরি না বলতে পারায় ও নিশ্চয়ই কোন না কোন ছুতো তৈরী করবে।

ডালিয়ার মা এবার জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক আছে এখন তোমার মত কি তাই বলো।'

'ও ওর পরিবার ছেড়ে আসতে হবে, ওর স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে হবে তাহলেই একমাত্র আমার সঙ্গে সম্পর্ক হতে পারে।' ডালিয়ার স্পষ্টোক্তি সবাইকে থমকে দেয়।

'এটাই তোমার শেষ কথা?' দেবাশীষের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, অ্যাতোদিন আমাকে নিয়ে খেললে কেন?' দেবাশীষের প্রশ্ন।

'আমি খেলিনি, বরং তুমিই আমাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলেছো।' নির্বিকার উত্তর ডালিয়ার।

ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

এবার উঠতে উঠতে বলে দেবাশীষ, 'এই কথা শোনাই বাকি ছিল আমার ভাগ্যে। যাই হোক সব বিধাতা জানেন, কে কাকে নিয়ে খেলেছে। আমি চললাম। আশা করি তুমি আমার সাথে আর কোন যোগাযোগ করবেনা। ফিরে যাও তোমার স্বামীর ঘরে। আমিও তোমার সামনে আসবোনা পুতুল খেলা খেলতে। সেই বয়সও আমাদের নেই। চললাম।'

কেউ কিছু বলার আগেই দেবাশীষ ডালিয়ার বাবার বাসা থেকে বেরিয়ে আসে।

চলবে - - -